

পর্বেপলকে উপহার ।

ভারত-উদ্ধার ।

অথবা

চারি আনা মাত্র ।

(ভবিষ্য উত্তিমাসের এক পৃষ্ঠা)

শ্রীরামদাস শর্ম্ম-

বিরচিত ।

One never repents of a gift he has given to any one.
Every man is a candidate of his gift when you give him "



কলিকাতা

ক্যানিং, লাইব্রেরী

শ্রীযোগেশচন্দ্র একোপাধ্যায় বর্জুক

প্রকাশিত ।

১২৮৩ ।

পর্ষোপলক্ষে উপহার ।

ভারত-উদ্ধার ।

অথবা

- ৪১৫

চারি আনা মাত্র ।

(ভবিষ্যৎ ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা)

শ্রীরাগদাস শর্মা-

বিনচিত্ত ।

Digitized by srujanika@gmail.com
www.srujanika.com

কলিকাতা।

ক্যানিঙ্ক্‌ লাইব্রেরী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কঙ্কণ

প্রকাশিত ।

ଶ୍ରୀମତିମାନ ମୀମଂସାକ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ, ୧୦ ଦୀର୍ଘାଦିମ ଜେନ ବାଲିକା :

উৎসর্গ।

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সমীপেষু।

“কল্পতরুতে” আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট সন্মানস্বয় কবিয়াছেন, এবং আপনার শিষ্টাচারেবও পবাকান্তা প্রদর্শন কবিয়াছেন। বস্তুতঃ আমি তাদৃশ নীচ-প্রকৃতিক কি না জানকে তাহাব বিচার করক, এই উদ্দেশে এই মহাকাব্য আপনার নামে উৎসর্গ কবিলাম। আপনি আমার নাম ব্যবহার কবিবার সমবে আমার অনুমতি লয়েন নাই, আমিও মহাশয়বই অনুকরণে অনুমতিব অপেক্ষা কবিলাম না। “ভাবত-উদ্ধারের” যদি সূখ্যাতি হয়, আমার পর্বাস্ত্র প্রতিশোধ হইবেক, স্বখ্যাতি হব, স্বকার্যের ফলভোগ কবিবেন, ইতি।

কপিকান্ত
বঙ্কদিন, ১৮৭৭

শ্রীরামদাস শর্মা।

ভারত-উদ্ধার ।

—
প্রথম সর্গ ।

গাও মাতঃ সুরবমে, বাণী-বিধাঘিনি,
কমল-আসনে বসি, বীণা কবি' কবে,
কেমনে ইংবেজ-অবি দুর্দান্ত বাঙ্গালী—
তাজ্রিয়া বিলাস-ভোগ, চাকুবীব মায়া,
টানা-পাখা, বাঁধা ছঁকা, তাকিয়াব ঠেস
উৎসৃজি' সে মহাত্রতে, সাপটি গুঁজিয়া
কাচাব অন্তরে নিজ লম্বা কুল-কৌচা,—
ভাবতেব নির্ঝাপিত গৌবব-প্রদীপ,—
তৈলহীন, সল্‌তে-হীন, আভাহীন এবে—
জ্বলাইলা পুনর্ঝাব, উজ্জলিয়া মহী ।
বোনেদি ভারত-কবি মুনি বান্দীকিব
প্রেতাজ্জাব প্রেত-পদে কবি' নমস্কাব,
অথবা প্রাচীন গ্রীশে, নগবে নগরে
ঘুবি', যত গোর-স্থান নিষ্কাশিত করি',

হোমব-কঙ্কালে আমি সেলাম ঠুকিয়া,
 গীতাইবা লইতাম ভারত-উদ্ধার-
 বার্তা ; কিন্তু নব্যকবিদল-উৎপীড়নে
 আছে কি না আছে তা'বা, এ সন্দেহ ঘোণ
 হইয়াছে মম চিতে ; (এত অত্যাচাবে
 স্ত্রীমন্ত মবিনা যায, তা'বা ত না মন্য ।)
 অভিমান আছে তাহে বাঙ্গালী বলিয়া,
 পবপল-ধান মাতঃ বর্দাস্তিতে নারি.
 তাই না তোমাবে সাধি । প্রকাশিয়া দহ,
 মন্তি ধবি', অবতবি স্বাধীন ভারতে,
 বাখানি বাঙ্গালী-বীবে, বাবহ বাখানি,
 বিস্তাবে কোশল-কাণ্ড বিবরিয়া তাৎ
 সফল কব মা জন্ম, তোমার, আমার ।

কালেজ্জের পড়া শুনা সব কবি' শেষ.
 দু মাস ছ মাস ধরি' আকিণে আকিণে
 নিতি নিতি যাই আসি, কিছুই না হয় ;
 শুক-চন্দ্র-কলা যেন বাড়ে দিনে দিনে,
 ত্রাঙ্গণীৰ হৃদাকাশে বিবাগ তেমতি
 বাড়িতেছে মাত্র । পবিশেবে একদিন,
 ধূলি-ধূসবিত জুতা, মলিন বদন,

ফেকে। উড়িতেছে মুখে সাধি' জনে জনে,
 ব্রাহ্মণী'ব ক্রান্ত কান্ত ঘবে ফিবে এনু,
 খাবাব কি আছে কিছু? জিজ্ঞাসা কবিনু।
 “ভস্ম খাও, দন্ধানন! তোমাব কপানে
 পড়িয়া সকল সাধ পূরিয়াছে মোর;
 আছে মাত্র ছেলে দুটো—সংসার-বন্ধন—
 নহিলে, কলস বঙ্কু ব্লেস অবনান
 কবি' দিত কোন্ কালে। হে অক্ষয় নাথ,
 দুধেব অভাবে বুঝি সে দুটোও মবে।’
 না কহিলে নয় কথা, আপন আশব,
 পবাক্রম, আশা কত, সব বিস্তারিয়া
 কহিনু ধনীবে। বুঝি, অসহ্য হইল,
 ধরিয়া বিবাট ঝাঁটা প্রহাব কবিল।
 তখন তিলার্দ্ধ তথা তিষ্ঠিতে না পাবি’
 পলাইনু নিজ ঘবে; অর্গলিয়া ছাব,
 স্তবেশ্বরী ছিল ঘবে, ভকতি কবিন।
 সেবিলাম যথোচিত। দেবী'ব কৃপাধ
 দিব্য চক্ষু লভিলাম, হৈল দিব্য জ্ঞান।
 দেখিলাম ভাবতেব ভবিতব্য যত,
 বর্তমান হেন;—কিসে ভাবত-উদ্ধাব

কবে হৈল কোন্ মতে কাহাব দ্বাবাষ ।
 স্মবি স্ববীশ্ববী সবস্বভী সবিনযে,
 গাইতে কহিনু তাঁবে উপর্যুক্ত মতে ।

আকাশসম্ভবা বাণী হইল তখন ।—

“ কেন বৎস, গুণনিধি, কৃতীকুলমণি,
 গীত গাইবাবে মোরে কর অনুবোধ ?
 হইল বয়স কত, বার্কক্যে জরায
 অক্ষ অঙ্গ দড়ি দড়ি, দেহে নাহি বল,
 বীণা ধবিবাবে কক্ষ, খসি খসি পড়ে,
 অঙ্গুলী কম্পিত হয় ; কণ্ঠ ছাড়ি যদি
 শব্দ বাহিবিতে যত্ন করে কোন দিন,
 স্থলিত-দশন ভুণ্ডে হৃদদদ হয় ।
 আর কি সে দিন আছে ? এখন তুমিই
 ববপুত্র আছ মম, জীও চিরদিন ;
 যে গীত গাইতে ইচ্ছা গাওবে অবোধে ।
 ভাষা, ভাব, যতি, মিল, রস, তান, লয
 ফুৎকাবে তোমাব, সব হয জড় সড় ;
 যাহা লিখ তাই কাব্য, যা গাও, সঙ্গীত;—
 আমা হ’তে পুত্র, বড় হইয়াছ তুমি ।
 দেবের মরণ নাই তাই বেঁচে আছি,

নহিলে শঙ্কিতে সদা বাঁচিবারে সাধ
 কার চিতে হয় বল ? কবে ফুৰাইবে,
 দশদিক অঙ্ককাব করি' চলি' যা'বে,
 এই ভেবে দিন দিন হইতেছি ক্ষীণ ।
 তুমিই গাওবে গীত ওবে বাছাধন,
 গাইতে পাব ত ভাল, গাইবেও ভাল,
 শুনিয়া ত্রিলোকবাসী কাদিয়া মবিধে ।'

ইতি শ্ৰী ভাবভোক্তাণ বাবো প্রস্তাবনা নাম

প্রথমঃ সর্গঃ ।

দ্বিতীয় সর্গ ।

একদা আষাঢ় মাসে, আশাঢ়ান্ত দিন,—
 সহজে ছুঃখীৰ দিন যেতে নাহি চায়—
 কত কৰ্কে গেল, ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল ।
 যুতুল মলয় বায়ু, পবিমল-বহ,
 বঙ্গোপসাগর-নীৰ-শীকবেতে তনু
 সিক্ত কবি, ধীবি ধীবি মহানগবীতে
 আসিয়া পৌছিল ; তথা, চতুবঙ্গী পল্লী
 ঘর ঘর ফিবি, যথা যত পবিমাণে

শৈত্য কি স্নগন্ধ লাগে, বাঁটি বাঁটি দিল ।
 পবিমল বিতরণে পবনের ভার
 লঘু না হইল কিন্তু ; অঙ্গাবান্ন বাষ্পে
 পৃবিত হইয়া পুনঃ উত্তবে পশিল ;—
 হাম যথা গোপবধু এক কেঁড়ে দুধ
 পানা পুকুবেব জলে সমান বাধিয়া
 যোগাইয়া কেবে বস্কে প্রতি ঘরে ঘবে ।
 অন্তবে বাহিরে গ্রীষ্ম সহিতে না পারি,
 হেন সন্ধ্যাকালে—শীতল হইব, বাঞ্জ!—
 বিপিন একাকী ভ্রমে গোলদীঘি-তটে ;
 —যথা স্তবপতি, যবে দৈত্য-অনীকিনী-
 বেষ্টিত অমবপুত্রী, এই যায় যায়,
 ভ্রমে একা, চিন্তামুক্ত, নন্দন কাননে ।
 ভাবিছে বিপিন,—“হায় । গত কত দিন
 এই ভাবে ; আব কত দিন বা সহিব
 দাবণ যন্ত্রণা ; বঙ্গ, কত কাল ব'বে,
 বঙ্গবাসী পেটে অন্ন যদি নাহি পড়ে ?
 আমি ত মবিব আগে, ক্রমে বংশলোপ ;
 এই রূপে ক্রমে ক্রমে সব যদি যায়,
 থাকিলেও বঙ্গ, তার নাম কে করিবে ?

ভাবত কি চিবদিন পবাধীন রবে !
 স্নেহেব চাকুবী ছিল, তুচ্ছ অপবাধে
 দশের মুখেব গ্রাস কাড়িয়া লইল,
 পাপিষ্ঠ ইংবেজ । পদে পদে প্রবঞ্চনা
 দাব, সেই কি না মিথ্যা-বলা দোষ ধরি,
 ছুতোনাতা ছলে সর্বনাশ সাধনিল ।
 ছাড়িয়া জননী-স্তন্য ধবিয়াছি পুঁথি,
 নিদ্রা নাই, ক্রীড়া নাই, আমোদ বিশ্রাম,
 যথাকালে উপজিল মাথাব ব্যারাম ।
 এখন যে খেটে খাব সে গুড়েও বালি ।
 ভাবি নিকপায়, আসি সাহিত্যের হাটে
 বিবিধ কল্পনা-খেলা কবিত্তে লাগিনু,
 সাজাইনু নানা মতে দ্রব্য অপরূপ,
 দুমন্ত ভাবতে ডাকি লক্ষ সম্বোধনে
 জাগাইতে গেনু—ওমা । সকলেই জেগে,
 সকলেই ডাকিতেছে—ভারত । ভাবত ।
 সকলে বিক্রেতা হাটে, ক্রেতা কেহ নাই—
 ভাবতে ভাবত-কথা বিকায় না আর ।
 গিয়াছে ধর্মের দিন, এবে গলাবাজি,
 তা'ও যদি ঘরে খেয়ে করিবারে পার ।

—উপায় কিছুই নাই ! কুপোষ্য সুপোষ্য,
 পতিপ্রাণা প্রণয়িনী, দুঃপোষ্য শিশু,
 এনব ফেলিয়া, দূব দেশান্তরে যাই,
 তা'ও ত পাবি না প্রাণ থাকিতে এদেহে ।
 ইংবেজে আপত্তি নাই, যদি জনে জনে
 “লাট”-পদে অভিযেকি আহাব নোগাষ ।
 ভাবতের ভাগ্যদোষে তাহা ঘটিবে না,
 আমাব দুঃখেব নিশি বৃষ্টি পোহাবে না ।
 অসহ্য হ'তেছে ক্রমে, বাধিতে পাবি না,
 নিশ্চিত ইংবেজে দিতে হ'ল বসাতলে ।
 কম ভাল, যদি খেতে পাই ছুই বেলা ;
 যবন মাথার মণি, জঠরের জ্বালা
 নিবারণ কবে যদি ; না হয় স্বাধীন
 হউক ভারতবর্ষ লুটে পুটে খাব ।
 ইচ্ছা কবে এই দণ্ডে বাঁচি কবি কবে
 —হায বে লজ্জাব কথা, অন্য অস্ত্র নাই ।—
 —হায বে দুঃখেব কথা, অস্ত্র চালাইতে
 শক্তি নাই, জ্ঞান নাই বঙ্গবাসী-দেহে !—
 “বাঁটাইয়া দিই যত পাষণ্ড ইংরেজে ।”
 স্তম্ভিত বিপিন; মুখে একমাত্র বোল

—“বঁটাইয়া দিই যত পাষণ্ড ইংবেজে” ।
 বাম জুতাতলে কিতিতল সংঘর্ষণ
 কবিতেকে বিপিন দ্রৌপদী-পবাক্রমে
 —না সম্ভবে বাঙ্গালীর ভীম-পরাক্রম—
 সঘনে “বঁটায়” যত “পাষণ্ড ইংবেজে ।”
 বিপিন কৃষ্ণেব বাহু বিষম ছুলিছে,
 লাটিম ছাড়ি’ছে যেন কল্পনাব বলে,
 মুখে শুধু “বঁটাইছে পাষণ্ড ইংরেজে” ।
 বিপিনেব তদাতন মুখেব ভঙ্গিমা,
 অন্ধকাব হেতু নাহি পাবি বর্ণিবারে
 —হায বে কল্পনা-নেত্র নাহিক আমার—
 কিন্তু অনুভবে বুঝি, দস্ত কিটিমিটি,
 অধব দংশন, আব ললাট কুঞ্চন,
 কিছু কিছু ছিল, যবে বলিছে বিপিন
 —“বঁটাইয়া দিই যত পাষণ্ড ইংরেজে” ।

কামিনী কুমাব শ্রিয়বন্ধু বিপিনেব
 হেন কালে চুপি চুপি তথা উপনীত ।
 দেখিয়া বন্ধুব ভাব, পশ্চাতে পশ্চাতে
 অগ্রসরি, সমীপেতে গিয়া বিপিনের
 হস্তিল তাহাব স্কন্ধ; চমকি বিপিন,

ভাবিয়া পুলিশ, আব না চাহিয়া ফিবে,
 উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িবারে পাইল প্রথাস ।
 দৌড়ি'ছে বিপিন ; আব, কামিনী কুমাব
 আশ্বাসিতে বন্ধুববে দৌড়ি'ছে পশ্চাতে ।
 যথা যবে ঘোব বনে মিষাদের শব
 —নশব আশুগ শব—য়গেন্দ্র পশ্চাতে
 তাড়া কবি ধবে, বিদ্রো, জবজরি পাড়ে
 যুগবাজে ভূমে, ছায় তেমতি কামিনী
 সে কবাল সন্ধ্যাকালে গোলদীঘি ঘাটে
 পাড়িলা বিপিনে, আব মড মড বড়ে
 ধপাৎ কবিষা তাব উপবে পড়িলা ।
 বিপিন, অসিত-কান্তি, হেট-মুণ্ড, ভূমে
 গৌবান্ধ কামিনী সহ ছায় গডাগড়ি ;—
 কবির উপমা-ক্ষেত্র—মার্গশীর্ষে যেন
 চুর্বাদলে শেফালিকা বাশি বাশি পড়ি ,
 অথবা, পর্বতশৃঙ্গ গোধূলির আগে
 স্বর্ণকান্তি তপনের কিবণে মণ্ডিত ;
 কিম্বা যথা সুধাকব কুম্ভা ত্রয়োদশী
 শিবে দেয কুতূহলে কৌমুদী ঢালিয়া ।
 কবির আমোদ, কিন্তু বিপিনের ব্লেস,

—লোষ্ট্র-ক্ষেপী বালকের মুখে যথা ভেক ।

আড়ম্বল বিপিন, মুখে বাক্য নাহি সবে,

সংশ্লিষ্ট দশন, চক্ষু স্পন্দন-বহিত,

নাসায় নিশ্বাস বায়ু বহে কি না বহে ।

গা ঝাড়িয়া তাড়াতাড়ি উঠিলা কামিনী,

চিতাইলা বন্ধুববে, তীর্থ একদেশে

টানিয়া, তুলিয়া কিম্বা, শোয়াইলা তবে.

উড়ু নীচ উপাধানে, গলাব বোতাম

পিবাণেব খুলে দিয়া ব্যঞ্জনিলা তাব,

আনিয়া শীতল বাবি খঁট ভিজাইয়া

সিকিলা বিপিন মুখে ; স্তর্দীর্ঘ নিশ্বাস

ফেলিলা বিপিন তবে, নড়িলা চড়িলা ।

কহিল কামিনী—“কেন ভাই এত ভয়

তুমি ত সাহসী বড় বিখ্যাত জগতে,

বাঁধিলে লড়াই আজি দুশ্মনেব সনে

তুমি অগ্রবর্তী হ'বে, দেশেব কল্যাণে

মুণ্ড নিতে মুণ্ড দিতে ভয় নাহি পাও ,

তবে এ নগর মাঝে, জাগ্রত সকলে,

সিপাই সমুদী হেথা ইঙ্গিত কবিলে,

কেন হেন ভাব তব হৈল আচম্বিতে ?

পড়া শুনা কবিষাছ, ভুত নাহি মান,
 কেন তবে, হে বিপিন, বাঙ্গালী-ভবসা,
 সাগর লজ্জিতে পারি, গোম্পদে ডুবিলে ?
 তবে ত ভাবত মাটি, ইংবেজেব(ই) জয় ।”

আশ্বাসিলা, বিলপিলা, হেন মতে যদি
 কামিনী-কুমার, স্বব পবিচিত বুঝি,
 বিপিন হৃদয়ে পুনঃ জন্মিল ভবসা,
 বিপিন হৃদয়ে পুনঃ জ্বলিল অনল
 —ইংবেজ নিধন যাহে, ভাগ্যেব লিখনে ।
 সাহসে বিপিন কৃষ্ণ উঠিয়া বসিলা,
 কামিনীবে বুঝাইলা মাথাব ব্যাবাস ।
 পুনঃ দৌছে ধবাধবি দৌহাকাব হাতে,
 চলিলা নিভূতে সেই দীঘিব ভিতর ।
 কামিনী বিনয়ে অনুবোধিলা বিপিনে
 বিশেষিয়া প্রকাশিতে যত বিবরণ ।—
 “কি হেতু একাকী আসা, কিবা সে ভাবনা
 হস্তেব ঘূর্ণন যাহে, পদ বিক্ষেপণ ;
 সহসা আগ্বেষ গিবি কেন উৎপাতিল,
 সহসা স্ফুলিঙ্গ আজি কেন বা ছুটিল ;
 গভীর জীমতমন্দ্র হ’তেছিল কেন ;

ইংবেজ নিপাত শীত্র বুঝি নিশ্চিত ।”

বহুক্ষণ দুইজনে হৈল কাণাকাণি,
বহু ভাবে বহু কথা বিচার কবিল।
বন্ধুরয় ; ভাবতেব ভাবনা ভাবিষা
বিসর্জিতা অশ্রুণীর ; সিদ্ধান্ত হইল
বাক্যে শুধু কালক্ষয়, কার্য্য হানি তাই ।
কহিলা বিপিন, “আব বিলম্ব না সহে ;
কলাই সভায় সব কবির নিশ্চয় ।

—ভাবত উদ্ধার কিম্বা সভাব বিলয় ।”

দুই বন্ধু দুই দিকে কবিল। প্রবান,
নিজ নিজ ঘবে ভাত খাইলা দু জনে
“ভাবত-উদ্ধাব প্রাতে”—ভাবিষা শুইলা ।

ইতি শ্রীভাগবতশাস্ত্রের বাবো সঙ্কলো নাম

তৃতীয়ঃ সর্গঃ ।

তৃতীয় সর্গ ।

তৃতীয় প্রহর দিবা হইল অতীত,
এ তিন প্রহর গেল জনমেব মত,
অনন্ত কালেব অঙ্গে মিশাইল কাল,

আহত সিকতা-মুষ্টি স্তূপে মিশাইল ।
 কোথা পূর্ণবয়স পুত্র, ধার্মিক, পণ্ডিত,
 ত্রিভুবন আক্লাবিয়া, জননীৰ ক্রোড়
 শূন্য কবি, অক্রবাণ শিশুবে ফেলিয়া
 পতিব চরণ ভিন্ন গতি নাহি যা'ব
 এ হেন বধূরে কবি চিব-অনাথিনী,
 ভুলিল সকল মায়া নিষ্ঠূবেব প্রায়,
 দুচাইতে অশ্রুণীৰ না চাহিল কিবে ।
 বিচাৰ মন্দিবে কোথা—ধৰ্ম্মাধিকরণে—
 বাস্তব, পৈতৃক ধনে, হইয়া বঞ্চিত,
 ভিক্ষাতাণ্ড ভিক্ষিবাবে পশিল সংসানে,
 কোন মহাজন,—ন্যায-কৃটেব প্রসানে ।
 অদোষ, অপাপ, কোথা, না জানি না শুনি,
 চক্রান্ত-অনলে দি'ছে জীবন আছতি,
 মৃত্তিমান বমরাজ নববাজে দেখি ।
 কে বলে নদীৰ শ্রোত কাল-শ্রোত সম ৷
 ভাসাইয়া জবাফুল গঙ্গাব সলিলে—
 একটী একটী কবি বহুতর ফুল,—
 সাবি দিয়া ভেসে যেতে দেখেছি বাহার
 তাঁবে দাঁড়াইয়া, শেষে বহুক্ষণ পবে,

সং তাবিষা সবগুলি এনেছি ধবিয়া ।
 কিন্তু বে কালের শ্রোতে পাবিজাত জিনি
 অমূলা কুসুম কত ভাসিয়া গিয়াছে,
 দেখিছি নয়নে, হায ! পাবিনি কিবাতে !
 সাগবে সাঁতাব দিলে ফিবে যদি পাট,
 স্তম্বেব শৈশব তবে চাহি না কি জাব ?
 একবাব কালশ্রোতে পড়িয়াছে যাহা,
 তাব তবে হাহাকাব ভিন্ন কি উপায় ?
 কে বলে নদীর শ্রোত কালশ্রোত সম ?

তৃতীয় প্রহর দিবা হইল অর্ধাত ।
 নগরে আফিশ মুখে গাড়ী যুড়ী কত
 ছুটিল ঘর্ষব করি, প্রস্তুবিত পথে ।
 “দাগ ধকা, বাম ধকা, ধাঁই কুড়ু” কনি,
 উড়ে মেড়া ছুটে কত “পাণকা” লইগা ।
 ক্রমে ঠন্ ঠন্ ববে চারিটা বাজিল ।

আজ্ঞার্ণ বিতল গৃহ ইক্কক-বচিত,—
 লোণা-ধবা, বালি-চুণ-কাম স্থানে স্থানে
 ধসিয়া গিয়াছে, তাই ইট দেখা যায়,—
 শোভিছে, সুরম্য ; রাজ-পথেব উপবে,
 ঝাঁকা বাঁকা, উচু নীচু, কাষ্ঠ-দণ্ড-শ্রেণী-

আবৃত অলিন্দ তাব ম্লান ভাবে কুলি',
 নশ্বব জগৎ, তাই প্রমাণিছে যেন ।
 অযুত জুতাব ঘর্ষে সোপানেব ইট
 ক্ষয়িত কোথায়, আব স্থলিত কচিৎ ।
 উপবে স্তম্ভব ঘব, দীর্ঘ বিশ হাত,
 প্রস্থে, অনুমানি, হ'বে হাত সাত আট ;
 মাছুবিত মেজে, তাব উপবে চেযাব
 সাবি সাবি স্তম্ভজিত, পূর্ণ চতুষ্পদ,
 ত্রিপদ দু চাবি খান ; মধ্যস্থ টেবিল
 কালেব কবাল চিহ্ন দেখাই'ছে দেহে ।
 জীর্ণ, শীর্ণ, ছিন্ন বজ্জু আশ্রয় কবিয়া,
 বিলম্বিত টানা-পাখা, চীব-আববিত ;
 পড়িত সে এত দিন, কেবল সন্দেহ
 দড়ি আগে ছেঁড়ে কিম্বা কড়ি আগে পড়ে ।

এ হেন মন্দিবে “আর্য্য কার্য্যকরী সভা”
 প্রতি শনিবারে বৈসে । ধন্য সভ্যগণ ।
 ধন্য অনুবাগ । বাহে এ প্রাণ সঙ্কটে,
 স্বদেশ-বাৎসল্য-পবাকার্তা দেখাইয়া,
 ভারত-কল্যাণে হেথা সশরীবে আ'সে ।

চারিটা বাজিবা মাত্র, এক ছুই ক্রমে

পঞ্চ সভা উপস্থিত সভাব মন্দিবে ।
 আরক্ হইল কার্য্য ; গতোপবেশনে
 কে কে উপস্থিত ছিল, কি কার্য্য সম্পন্ন,
 কি প্রস্তাব হযেছিল, কে বা বিতীথিলে
 ঐকমত্যে উচ তাহা হইল কেমনে,—
 বাতিমত বিববিত, হৈল দৃঢ়ীকৃত,
 সভ্যদল সম্মোদনে, অদ্যেব সভাব ।
 উঠিলা বিপিন তবে চেযাব ছাড়িয়া,
 কৃতজ্ঞতা প্রকাশিতে ক্যাকোচ্ সুন্দরে,
 উঠন্তু বিপিনে ধন্যবাদিল চেযাব ।
 কহিলা বিপিনকৃষ্ণ সম্মোধিয়া সবে, —
 “ভদ্রগণ, বন্ধুগণ, স্বদেশীযগণ,
 যুগ্মদায় অনুমতি সহবানে আমি
 বাঞ্ছি প্রস্তাবিতে এক গভীর প্রস্তাব ;’
 জীবন মরণ সম যে প্রস্তাব গুরু ,
 যে প্রস্তাবে নির্ভবি’ছে সবার কল্যাণ ;
 দেহ প্রাণ নিজ হ’বে, র’বে বা পাবেব
 চিব জন্ম, যে প্রস্তাবে খলু মীমাংসিবে ;
 ভাবত আপন ভাব, পাবে কি না পাবে
 লইতে আপন স্বক্কে, সিদ্ধ যে প্রস্তাবে ;

যে প্রস্তাবে, সংক্ষেপতঃ, নির্ভবে সকল—
আমাদের, বাঙ্গালাব, ভারতের ভাবী ।”

নিস্তরু সকল সভ্য, বিস্ফারিত অঁধি
এক ভাবে সংগ্রথিত বিপিনেব মুখে ;
নিস্তরু সে সভাতল,—নড়িলে গোধিকা
শব্দ তাব শুনা যায বিনা আকর্ণনে ।

ত্রিলোকেব এক মাত্র শ্বাস হয় যদি,
সেই এক শ্বাস বোধি’ ত্রিলোক-নিবাসী
আবস্তে কুম্ভক যোগ একাসনোপবি,
নদ নদী বন্ধশ্রোত, না সঞ্চারে বায়ু,
গ্রহ উপগ্রহ নাহি কবে চলাচল,
তথাপি না হয় স্তরু সভাতল সম ।

চলিলা বিপিন,—“কিস্তু ছুঃখের বিষয়,
নাহি বাক্যপটু আমি, নাহিক বাগ্মিতা,
নাহি শব্দে অধিকাব প্রকাশিতে ভাব,
উদ্ভিত অন্তবে যত ;—যথা পূবাকালে
প্রকাশিলা মুনিগণ ছুঃখ, এই বলি,
‘হায় বে ধর্ম্মেব তত্ত্ব নিহিত গুহায়’—
যা’ হৌক, সৌভাগ্য ক্রমে, বিষয়ের গুণে,
বাগ্মিতার প্রযোজন না হইবে কভু,

মবমে পশিবে বস্তু জরজরি তনু ।”
 কবতালি পদতালি সঘনে সভায়,
 বৈশাখের মেঘে যেন কবকা-নির্ঘোষ ।
 পুনশ্চ বিপিনকৃষ্ণ আবস্তিলা কথা,—
 “ইংবেজেব অত্যাচাব নহে অবিদিত
 কাহাব এ সভাক্ষেত্রে ; বিস্তাব বিফল,
 তথাপি, মবম-দুঃখ চবম যাহাতে,
 গম্ভব্য-উল্লেখ তাব না কবিয়া আজি
 পাবি না গ্রহিতে পুনঃ আসন আমান ;
 বিশাল ভারত-ক্ষেত্র, মাসাবধি যা’ব
 নিযত হাঁটিলে প্রান্ত দেখা নাহি যায়,
 লৌহেব শৃঙ্খলে তার অষ্ট অঙ্গ বাঁধি,
 চালাই’ছে তদুপরি আশ্বেয় শকট,
 সপ্তাহেব পথ হেন সঙ্কীর্ণ কবেছে ।
 কি আব লাঘব বল, কোন অপমান
 এব চেয়ে তীব্রতব বাজিবেক হুদে,
 হৃদয় থাকে হে যদি, শোণিত তাহাতে
 জমিয়া না থাকে যদি দধির মতন
 —শ্লেথ্না-বৃদ্ধিকব যাহা ছুন্বেব বিকাব ।
 এ নিগড় খুলিবে না, ছুলিতে দেহের

হুই পার্শ্বে হুই ভুজ ?” পুনঃ করতালি ।

“নিজ নিজ বাহু কাটি, সাগরের জলে
ছুড়িয়া ফেলিয়া দাগ, যুগা যদি থাকে,
নিয়োজিত বাহু যদি নাহি উন্মোচিত্তে
যেই শেল হানিয়াছে বাঙ্গালাব বুকে,
চড়ায়েছে যেই শূলে প্রাচীন ভাবতে ।

—অসাধ্য বোঁচায় আব না নিন্দিবে কেহ ।
হায় যুগা । হায় লজ্জা । হা ধিব্ । হা ধিক্ ।
হা ককট । হা হুবদৃকট । ভাগ্য ভাবতেব ।
চীৎকাবিছে দিবানিশি কবি, নাট্যকাব,
তবু না ভাসিল ঘুম, অকালকুহুণ্ড
কুহুর্কর্ণ বাঙ্গালীব, ভাবতেব তবে ।
বিলম্ব না সহে আব ।” বলিতে বলিতে
ভীম বেগে কটিতটে কোঁচাব কাপড়
জড়াব বিপিনকৃষ্ণ ; সমবেদনায়
সকলেই নিজ নিজ কাপড় বসিল ।
হইয়া সহজ পুনঃ কহিল। বিপিন,—
“বঙ্গের স্নপুত্র যত পত্র-সম্পাদক,
কবি আব নাট্যকাব, যে দিন লেখনী
ধবিয়াছে, সেই দিন হইতে তটস্থ,

কম্পমান কলেবব ইংবেজেব কুল ।
ভাব ত, ধবিলে অস্ত্র এ হেন বাঙ্গালী,
কি হইবে কাপুরুষ ইংবেজেব গতি ।—”

বিপিনের কথা শেষ হইবাব আগে
উঠিল সুরেশ ;—“যদি বাধা দিতে পাই
অনুমতি, প্রশ্ন এক স্তম্ভাই এ স্থলে ।
স্বীকার, ইংবেজ-কুল কাপুরুষ বটে ;
স্বীকার, ইংরেজ যেন অত্যাচার কবে ;
সম্মত হইনু যেন দূবিতে ইংবেজে ;
নাহি যে শরীবে বল, তা'ব কি উপায় ?
সংখ্যায় ক জন হ'বে বিদ্রোহির দল ?
কিন্মা যেন স্বেচ্ছা-বশে ভাবতে তাজিয়া
ইংবেজ চলিয়া গেল আপনাব দেশে,
তখন কোথায় ব'বে ভাবত-রাজত্ব ?
হিমালয় কুমাবিকা কেন ব'বে এক ?
কে হ'বে ভাবতপতি হিন্দু কি যবন ?
পঞ্জাবী কি মহাবাহুী, সিদ্ধিয়া, নিজাম ?
কে বন্ধিবে বহিঃ-শত্রু আক্রমণ কালে ?
দস্যু, ঠগ নিবারণ কে করিবে তবে ?
কে বাধিবে ধন, প্রাণ, সতীব সতীত্ব ?

পথ ঘাট বাঁধাইয়া কে দিবে তোমাব ?
 কবকচে মলা মাটি দেখিতে কুৎসিত,
 রুচিব লবণ কোথা পাইব তখন ?
 কি খাইব, কি পাবিব, বল দেখি ভাই ?
 এ সব ভাবনা আগে ভাবিতে উচিত ।
 ইংবেজ যাইতে যদি চাহে এই ক্ষণে,
 পায়ে ধবি দশ যুগ বাধিবারে হ'বে,
 শিখাইতে ভাবতে শুধু ঐক্য কাবে বলে,
 শিখাতে, কেমনে হয় বাজ্র বিধান,
 শিখাইতে পশু-বল, নীতি-বলে ভেদ,
 শিখাইতে রাজা-প্রজা সম্বন্ধ কেমন ।
 ভূমিও হ'বে না রাজা, আমিও হ'ব না,
 আমরাই হই জন্ম প্রজাভাবে যা'বে,
 তবে কেন নিজ পায়ে মাঝি কুঠাব ?
 রাজ্য কল্যাণ কেন না চিন্তিব সদা ?

“লজ্জা । লজ্জা ।” “বিক্‌ খিক্‌” “দুবকবি'দাও”

“নিয়ম । নিয়ম ।” এক মহা গণ্ডগোল
 উঠিল সে সভাতলে ; মাঝিতে চাহিল
 স্বরেশে কেহ বা তথা; “এস না ? কেমন—”
 স্রবেশ বক্তাবে ছন্দ-মুছে অহ্বানিল ।

কেহ না উত্তর দিল, সকলে নীবব,
ক্রমে শাস্তি আবির্ভূতা পুনঃ সভাতলে ।

আবস্থিলা বিপিন আবার বলিবারে,
কবতালি ঘন ঘন হৈল পুনবায ।

‘ শেষ বক্তা বকিলেন বহু অপ্রলাপ,
উত্তর তাহার কিন্তু চাহি না দানিতে
উপস্থিত ক্ষেত্রে । তবে যাইতে যাইতে
ছুই চাবি কথা তা’ব মন্বন্ধে বলিব ।

শব্দাৰেব বলে নাহি দেখি প্রযোজন,
বুদ্ধিবল থাকে যদি ; কৌশলে কামান
ভোঁতাইতে পাবা যায় ; গোলাব অনল
কৌশলে ববফ তুল্য নীতলিযা যায ।

সংখ্যায় পদার্থ কিছু নাহি থাকে কভু,
পঞ্চ জন আছি, শূন্যে হইব পঞ্চাশ,
পাঁচ শত, সহস্র বা শূন্যেতে সকল ।

মূলেতে প্রধান রাশি এক মাত্র যদি
থাকে, তবে শূন্য দিয়া লক্ষ কবা যায় ।

বৃথা শঙ্কা, শেষ বক্তা, না বুঝিনু কেন
কবিলেন ; বাহা হোক সম্ভব যাহাতে
পবাস্তি’ ইংরেজে রণে, বিনা রক্তপাতে

আমাদের পক্ষে, হয় ভারত-উদ্ধার
উপায় তাহার অদ্য হোক বিবেচিত ।”
বসিলা বিপিনকৃষ্ণ কবতালি মাঝে ।

দাঁড়াইয়া কহিলেন কামিনীকুমার,—
“দণ্ডাইনু দ্বিতীযিতে, ভদ্রলোকগণ,
সদার প্রস্তাব, যাহা কবিলা বিপিন ।
না অপেক্ষি সমর্থন দুর্বল আমার,
প্রশংসে সবাব কাছে প্রস্তাব আপনা ।
কি ছাব মিছাব জয় কবিলা স্ববেশ,
ভবি না তাহাতে আনি ; পাবি যদি বণে
পবাতবি’ দেশ-বৈরি মোকসী দুশ্মন
ইংবেজ-কর্কুব-কুলে, ঘশো-বৈজযন্তী
উড়াইতে ফবফবি ভারত-আবাসে,
তবে সে সফল জন্ম । পরাজয় যদি
স্বদেশ উদ্ধাব হেতু, নাহি লাজ তায ।
কঁসি দিতে চাহে যদি বিজয়ী ইংবেজ,
লইব না গলে কঁসি ; কি ভয হে তবে ?—
কবাইতে পাবে বলে মুখের ব্যাদান,
কিন্তু গিলাইতে বস্ত্র নাহি পারে কেহ ।
উচ্ছে ডাকি, নিদ্রাগত ভারত-সন্তানে

জাগাও হে বঙ্গবাসি, জাগুক সকলে,
 উঠ সবে মুখ ধোও, পর নিজ বেশ,
 ভাবত-উচ্কারে মন করহ নিবেশ ।”
 ঘোব বোলে কবতালি হইল আবার,
 বাগিনীকুমার পুনত্রহিলে আসনে ।

কোন ভাবে কার্যাবস্তু, কি কৌশলে কোথা,
 কখন কবিত্তে হ'বে, কিবা আয়োজন,
 কোন কার্যে কোন জন হৈবে নিযোজিত,
 প্রযাণিবে কোন জন কোন অভিনুখে,
 প্রহরণ কি কি চাহি,—গভীরে মন্ত্রণা,
 বিতর্ক, সিদ্ধান্ত, এবে কৈলা সভ্যবৃন্দ ।
 দংশিল বে কাল ফনী হুমুপ্ত মানবে,
 শোণিত্তে মিশিল বিষ।—কে বন্ধিত্তে পাবে?
 ভাঙ্গিল ভুজঙ্গ-সভা, সভ্য-ভুজঙ্গম
 যে যাব বিবরে গেল গর্জিত্তে গর্জিত্তে ।

ইতি ঐত্যানতোক্তার বাণো মন্ত্রণা নাম

তৃতীয় সর্গঃ ।

চতুর্থ সর্গ ।

নমি আমি, কৃতাজ্জলি, কবি-গুরু-পদে
বাব বাব ; গাঢ়-ভক্তি-প্রণোদিত চিতে
আকিঞ্চি তাঁহাবে, দাসে না বক্ষিয়া যাহে,
দযিষা কিঞ্চিৎ, প্রদানেন পদ-বজঃ,
কবিত্বেব চোবা বালি এড়াইয়া যেন
না উঠিতে বিদ্ব বড়, পাড়ি জমি' যায
ভালয় ভালয় । হায়, সদা মশঙ্কিত,
কবিত্ব—প্রবল পদ্মা—তবিব কেমনে !
বিষয়—প্রকাণ্ড, শক্তি—পিপীলিকা সম ।
পুত্রিকা হইয়া চাহি বধিতে বাবণে !
ললিত লবঙ্গ লতা, মঞ্জু কুঞ্জবন,
বংশীধর দাঁড়াইয়া বাঁশবী বাজায়,
গোপিনী-মনোমোহন, গোপী-মন হবি,
হায় বে কলশ্ব-কুল মলম্বা অশ্বরে
সুন্দন স্বননে উড়ে যথা মধু হাসে,
মধু ভাষে, মধু হাসে, মধুময় সব
—এ হেন মধুব পদ বিন্যাসিতে কভু
নাহি শিখিষাছি, মূঢ়বুদ্ধি আমি ; কিসে

বর্ণনিব ভাবতের উদ্ধার-বাবতা ?

কবিগুরু পদাশ্রয় বাতীত বিকল

হইবে প্রয়াস,—ভয়ে হ'তোছ বিহ্বল ।

তাই ধ্যানি, সক্রমে, কবিগুরু, আমি ।

কিন্তু কে সে কবিগুরু, যা'ব ধ্যান কবি ?

নহে সে বাল্মীকি, নহে পৌৰাণিক কেহ,

সমিল-পদ-সূদন শ্রীমধুসূদন

—যত, তবু শ্রী যাহাব না যাইবে কহু

—নহে ত এ কবিগুরু, নহে হেমচন্দ্র,

নবীন, প্রবীণ কিম্বা ; কেহই সে নহে ।

বাস্তবিক কবিগুরু বলিয়া জগতে

কাহারেও নাহি মানি । কেন বা মানিব ?

আপনি লিখিব কাব্য পবিত্রম কবি',

সুবশ অযশ বাহা হইবে আমাব,

অনাদৃত কাব্য যদি, মুদ্রাবাষ মম,

তবে কেন অন্য জনে গুরু হেন মানি ?

তথাপি এ স্তুতি ধ্যান কবিলাম কেন

সুধাও আমাবে যদি, অবশ্য উত্তর

সন্তোষ-জনক তা'ব প্রদানিতে পাবি ;

—গ্রন্থ কলেবর শুধু কবিত্তে বর্জন ।

এখন(ও) রজনী আছে । নীরব অবনী,
 শান্তির কোমল কোলে প্রকৃতি সুন্দরী,—
 স্কুমারী চিরবালা দিনের বেলায়
 সারাদিন খেলা-ধূলা নিতি নিতি কবি',
 খাতাব আছবে মেয়ে, হাসি মাখা মুখে,
 (হলকাব পাশে পাশে মুক্তা-বিন্দু হেন
 স্বেদ-বিন্দু শোভা কবে) শ্রান্তি দূব কবে,
 গাঢ় ঘুমে অচেতন, আজিও তেমতি—
 ঘুমাইছে । দেবকন্যা তারকার দল,
 (ইছদী জিনিষা রূপে) দিবাভাগে যা'বা
 লোক-লাজ হেতু থাকে অন্তঃপূব মাঝে,
 উন্মোচি' গবাক্ষ যত স্বর্গ নিকেতনে,
 দেখিতেছে, বাড়াইয়া শ্রীমুখমণ্ডল,
 কেমন এ মর্ত্য ভূমি ।—

না পড়িতে তোপ,
 না ডাকিতে আস্তাবলে কুকুট কুকুটী,
 ভাবত-ভরসা যত বাঙ্গালীর চূড়া,
 সভাব মন্ত্রণা স্মরি', নিদ্রা পরিহরি',
 কোঁচান.কাপড় কেহ করি' পরিধান,
 পরিয়া পিরাণ গায়' কোঁচান উড়ুনী

বুকেব উপরে বাঁধি' ফুল উচু কবি,
 ইজেব চাপুকান কেহ কাৰ্পেটেব টুপি,
 বাহাব যেমন ইচ্ছা সাজিয়া উল্লাসে
 ভাবত-উদ্ধাব-ব্রতে উৎসৃজিল তনু,
 বাহিবিল গৃহ হৈতে । হাষ বে সে সাজে
 কন্দৰ্প ভুলিয়া বায, জয় কোন ছাব ।
 ভিন্ন ভিন্ন দিক্ দেশে চলিল সকলে ।

সুন্দরবনেতে গেল তিন মহাবীৰ,
 রমণী, মোহিনী আৰু কিশোৰী মোহন ।
 কাটাইল বহুতৰ সুন্দৰীৰ গাছ
 সেই মহাবনস্থলে, উজাড়িল বন,
 ক্রমেতে চালান দিল এ মহানগৰে ।
 সেনানী উমেশ আৰু অপ্রকাশচন্দ্র
 পাণ্ডুৰ বনে গেল বাঁশ কাটাইতে ।
 দিনাজপুৰেৰ অন্ত ছাড়াইয়া তা'ৰা
 রঙ্গপুৰ, জলপাইগুড়ি, ইতি আদি
 কত দেশে কত বাঁশ কবিয়া সংগ্ৰহ
 মহানগৰীতে শেষে আসিল ফিবিয়া
 বহু দিন পরে । হেথা উত্তৰ-পশ্চিমে
 ছাতু আৰু লক্ষা যত ষেখানেতে মেলে

সমস্ত হইল ক্রীত । লঙ্কা কলিকাতা,
 ছাত্তু সব পেশাওব মুখেতে চলিল ।
 আপনি বিপিনকৃষ্ণ ছাত্তুব সহিত ।
 বস্তা বস্তা ছাত্তু বাব কে কবে গণন,
 ভাবতেব প্রান্ত্রে ক্রমে সব উপনীত ।
 সীমান্তে ইংবেজ বত, কবিষা সন্দেহ
 বিপিনে জিজ্ঞাসে বার্তা, কি আছে বস্তায়,
 কোথা হইতে আইল, যাইবে বা কোথা ?
 বিপিন বলিল, “ছাত্তু, খাইবাব বস্তা,
 বাণিজ্য উদ্দেশে যাবে আফগান দেশে” ।
 ইংবেজ না ভুলি' তাষ, বলিল বিপিনে
 পবীক্ষিতে হ'বে ইহা, নতুবা ছাড়িয়া
 দিবে না একটা বস্তা । তথাস্ত্ব বলিয়া,
 নিয়ম কবিয়া পবে এক মাস কাল,
 বিপিন চলিয়া গেল আফগানস্থানে ।

সীমান্ত-রক্ষক ছিল মিষ্টব ডনশ,
 সকল বস্তাব ছাত্তু দেখিল খুলিয়া
 এক এক করি, তা'ব তথাপি সংশয়
 না মিটিল । রামায়ন-পবীক্ষাব তবে
 প্রধান নগরে যত প্রধান বিজ্ঞানী,

তা'দেব সমীপে দিল নমুনা প্রেরিযা ।
বহু পরীক্ষার পরে ডনশ সমীপে
সিদ্ধান্ত উক্তব গেল—দহমান নহে ।

বিপিন ইত্যবসরে আর্মীবেব সহ
স্থাপিল সাহায্য-সন্ধি, বক্ষণ পীড়ন ।
নিয়ম হইল এই—আর্মীরের বাজ্যে
বিপিন পাইবে পথ বাঙ্গালীর তবে
স্বাব্যবিত, হৈলে পবে ভাবত উদ্ধার,
ভাবতেব অর্দ্ধ অংশ আর্মীব পাইবে ।
ঠিক এই মর্মে সন্ধি পাবসোব সহ
বিপিন কবিযা শেষে, ভাবত সীমাঘ,
ছাত্তু লইবানে কিবে আইল, লইল ।
আববেব মরুভূমি উক্তবিষা পবে,
স্ব-এজ-খালেব ধাবে অবুত গুদাম
ভাড়া কবি', ছাত্তু দিয়া বোঝাই কবিল ।
স্বদেশে বিপিনকৃষ্ণ কবিযা আসিল ।

হেথা কলিকাতা ধামে মহা ছলশূল,
ইংবেজ অসন্দিহান কিন্তু ববাবব ।
ব্যাপৃত কামাব ষত বাঁটি নিবমাণে,
সুন্দরীর কার্ঠে বাঁট গড়িছে ছুতোর,

বাঁশ সব কাটিয়া গড়িছে পিচকারি ।

চিতপুব-খাল-ধাবে কুম্ভকাব দল
 নাটী তুলিবাব ছলে, হুড়ঙ্গ কাটিয়া
 চলিল গড়েব মুখে । গড়েব তলায়,
 সেই হুড়ঙ্গ অন্তরে, লঙ্কা স্তূপাকৃতি
 বোঝিত হইল, চুপি চুপি নিশি যোগে ।
 কেহ না জানিল বার্তা, না স্ত্রধায় কেহ ।
 বাজারে পটকা যত মিলিল কিনিতে,
 সব কিনি', মলতে তাব ছিঁড়িয়া লইয়া,
 পটকা লঙ্কাব স্তূপে মিশাইয়া দিয়া,
 রক্ষিত মলতেব সূত্র হুড়ঙ্গেব মুখে ।
 দিবা নাই, বাত্রি নাই, এ ভাবে উদ্যোগ,
 শেষ হইল এক দিন কার্তিক মাসেতে ।

ইতি শ্রীভাবতোঁকাব কাব্যে উদ্যোগো নাম

চতুর্থ. সর্গঃ ।

পঞ্চম সর্গ ।

বাঙ্গালায় বিভাবরী হইল প্রভাত ।
 আজি যেন নবোৎসাহে জাগিল বাঙ্গাল,

সমীর বহিল যেন সুনবীন ভাবে,
ভাবি-আনন্দের ভাবে হইয়া বিভোর,
প্রকৃতি পুলক-অশ্রু, শিশিবেব ছলে,
সমধিক পরিমাণে ফেলিলেন যেন ।

কামিনী, বিপিনকৃষ্ণ, বসন্ত, বমনী,
আব যত বঙ্গবীব, গত রজনীতে—
উৎসাহ আশঙ্কা, আশা নৈবাশ্য পর্যায়ে
পীড়িয়াছে তাহাদের হৃদয় যেমন,—
উঠিয়াছে চমকিয়া বহিয়া রহিয়া,
নাহি ভুঞ্জিয়াছে, তা'বা নিদ্রার বিলাস ।
“স্বপ্ন, স্বপ্ন” বলি' প্রণয়িনী-কুল
ধবিয়াছে তাহাদের বুক চাপি' চাপি' ।

দুরু দুরু কবে হিয়া প্রভাত যখন,
বিপিন, বিশুদ্ধমুখ, উঠিলা বসিয়া
প্রণয়িনী-পদপ্রান্তে ; ধরিয়া চরণ
“আজি বে সুন্দরি, দেখা জনমেব মত
হয় বুকি ; আর বুকি ও মুখ-কমল
হাসিবে না এ অভাগা মুখ পানে চাহি’;
জনমের মত বুকি হাসি কুবাইবে ;
একমাত্র আমি জানি তুমিতে তোমায়,

কে আব কবিবে শ্রীতি, সোহাগ, যতন,
আমি যদি যাই, প্রিযে, প্রাণেব পুতলী ?”
কান্দিল। বিপিনকৃষ্ণ ঝব ঝব ঝবে ।
“সে কি কথা প্রাণনাথ ? এ কি কুলক্ষণ ?”
উঠিব। বসিল সতী, পতি-কর ধবি’,
“কোথায় যাইবে তুমি ? কেন হেন ভাব ?
নিবাব নয়ন-বাবি, বোদন তোমাব
কভু নাহি শোভা পায়; কি দুঃখে বা কান্দ ?
নাহিক চাকুবী, তাই যা’বে কি বিদেশে
কবিত্তে অম্বেব চেষ্ঠা, কবিয়াছ মনে ?
কাজ কি তোমাব গিঘা, এত ক্লেশ যদি
পাও তুমি মনে, নাথ । কাটনা কাটিয়া
ধাওযাইব ঘবে বসি’, ভাবনা কি তাব ?
অবশ্যই কোন মতে দিন কেটে যাবে ।”
“তা’ নয় প্রেযসী” বলে ঈষৎ হাসিয়া
বিপিন, আকঙ্ক-কণ্ঠ চিন্তের আবেগে,
—সে হাসি কান্নাব মনে মিশিয়া হৃন্দব,
রৌদ্র বৃষ্টি এক সঙ্গে হায বে যেমতি
নববর্ষা-সমাগমে—“ তা’ নয় প্রেযসি,
স্বদেশ-উদ্ধার-কল্পে বাহিরিব আজি,

কবিব বিচিত্র বণ ইংবেজেব সনে,
শেষে পবাস্ত্রিব তাবে, সফল জনম
কবিব, ভাবতে দিয়া স্বাধীনতা ধন,
বহুদিন অপহৃত হইয়াছে যাহা ।”

“রক্ষা কর নাথ, যুদ্ধে যাওয়া হইবে না,
কোথায় বাজিবে অঙ্গে”—চমকে বিপিন,
শিহবে সর্ব্বাঙ্গ তা’র কাঁটা দিয়া উঠে—

“দেখ দেখি যাব নাম কবিতে শ্রবণ
অস্থিব হ’তেছ হেন, সহিবে কেমনে ?
কে দিল কুবুদ্ধি ঘটে ? তাব মাথা খাই,
দেখা যদি পাই এবে । বলি প্রাণনাথ,
দেশ ত দেশেই আছে, কি আব উদ্ধাব ?
এতই অমূল্য ধন স্বাধীনতা যদি,
নিতান্তই দিবে যদি সে ধন কাহাবে,
আমাবেই দাও নাথ, ল’ব শিবঃ পাতি ;
আমি তব চির দাসী ।” “ভয় নাই সতি,
স্বদেশ-বাৎসল্য, স্বাধীনতা মহাধন,
বুঝিবে না মর্শ্ব তুমি,—দর্শন বিজ্ঞান
পড়া শুনা না থাকিলে বুঝা নাহি যায় ।
তোমাবে দিবার বস্তু নহে তা’ কদাপি ।

কৌশলেব যুদ্ধে দেহে কড়ু না বাজিবে ;
 নিশ্চিত যাইব বণে, উদ্যম ভাঙ্গিয়া
 হতাশাস, হতবল কবিও না মোবে ।”
 “ভয় যদি নাই তবে চক্ষে জল কেন ?”
 “প্রিয়া-মুখ না হেবিলে যাত্রা নাহি হয়,
 যাত্রা-কালে নেত্র-জল বাঙ্গালী-কল্যাণ,
 উদ্দেশ কবিয়া যদি কোন(ও) কাজে যাই
 গৃহ ছাড়ি দুই পদ, কান্দিবাবে হয় ।”
 “নিতান্তই যা’বে যদি হৃদয়বল্লভ,
 নিতান্ত দাসী’ব কথা না বাধিবে যদি,”
 (ফুকাবি’ কান্দিয়া এবে উঠিলা বিপিন)
 “আলু-ভাতে ভাত তবে দিই চড়াইয়া,
 খাইয়া যাইবে যুদ্ধে ।”—বিপিন সশ্রুত ।
 এই ভাব সে প্রভাতে প্রতি ঘবে ঘবে ।

তাড়াতাড়ি স্নান কবি’ বঙ্গবীববৃন্দ
 নাকে মুখে গুঁজিলেন ভাতে ভাতে ছুটো,
 কাঁপিতে কাঁপিতে, হায আশ্বিনে যেমতি
 শাবদীয় মহোৎসবে, অষ্টমী তিথিতে,
 পূজাব প্রাঙ্গণে পাঁঠা বদ্ধ যূপকাঠে
 বিহ্বপত্র চর্কে, ঘবে ছেদক আসিতে

বিলম্ব করয়ে কিছু ; অথবা যেমন
মার্গশার্ধে পবীক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে ।
যাত্রা কবি' একে একে বীরশ্রেষ্ঠ বত
সভাগৃহে উপনীত হইলা সকলে ।

আইল তাবিত বার্তা—“ফেলা হইয়াছে”—
বুঝিলা সে বীব-বৃন্দ, নিরূপিত দিনে
পূর্বেব সঙ্কেত মত, স্ত্র-এজে যে ছাত্তু
বিপিন আসিয়াছিল নক্ষিত কবিয়া,
তথাকার কৰ্মচাবী গাচ নিশিযোগে
সে সব নিষ্কেপিয়াছে, স্ত্র-এজের খালে,
শুষ্টিয়াছে যত জল, খাল বন্ধ এবে ।
আনন্দে বিষম বোলে হৈল কবতালি,
“জয় ভাবতেব জয়” শব্দ সভাতলে ;—
ইংরেজের ভবিষ্যৎ পথ রুদ্ধ এবে ।

চলিলা সে যোদ্ধৃৎল মহাতেজে ভবি ।
উড়িতেছে দূর শূন্যে বংশদণ্ডোপবি,
রঞ্জিত বাসন্তি বঙ্গে, মদন-মুবতি-
স্বলাঙ্কিত, ভাবতের নাম আঁকা তাহে,
পতাকার শ্রেণী, আহা পত পত-স্বনে,
সঞ্চারি' অরাতি-হৃদে কালান্তেব ভয় ।

বাজিতেছে রণ-বাদ্য ভবলাব চাটি,
 (কটিতে আবদ্ধ বাহা) মৃদঙ্গ, মন্দিরা,
 সেতাব, ফুলুট, বীণ, ঘুঙ্গুবেব সনে
 স্তমধুব ভীমববে, বৌবব চৌদিকে ।
 প্রত্যেক যোদ্ধার কবে ভীম পিচকাবি,
 কাহার বা বাঁটি হাতে,—চলে বীবদাপে,
 কাঁপাইয়া শক্রহিয়া, কাঁপাইয়া মহী ।
 মুখে জয় জয় শব্দ, আবুলিত দেশ,
 বিপিন, কামিনী চলে পশ্চাতে পশ্চাতে ।
 সকলে উৎসাহপূর্ণ, হায বে যেমতি
 উর্দ্ধপুচ্ছ গাভিদল গোষ্ঠের সময়ে ।

গড়েব সম্মুখে গিষা বীববৃন্দ এবে
 দাঁড়াইলা বাহ বচি', অপূর্ব সে বাহ,
 চক্রাকৃতি, চতুষ্কোণ, অর্ধচন্দ্র প্রায়,
 অদ্বুত শ্রবণাকৃতি শ্রবণ অন্তবে,
 করাল কাতার দিয়া দাঁড়াইলা সবে
 পটকা এক এক হাতে । বিপিন আদেশে,
 প্রসাবি' দক্ষিণ বাহু যথাসাধ্য যা'র,
 সবলে নখন মুদি, মুখ ফিরাইয়া
 পটকা ছুড়িল ভীম বজ্রনাদ কবি' ।

কলসে পটকা পূবি, সংবোজি অনল
নিক্কেপিল মহাবেগে গড় অভিযুখে ।

ভাবিষা তামাসা কিছু হই'ছে বাহিরে,
ইংবেজ-সৈনিকদল, যত ছিল গড়ে
দৌড়াদৌড়ি বাহিবিল বঙ্গ দেখিবাবে,
—হায় বে না জানে তা'রা, অদৃষ্টের বশে,
কালেব করাল রঙ্গ হইতেছে এবে ।
সিকতা-মিশ্রিত জলে পূবি' পিচকারি
হানিল বাঙ্গালী-সৈন্য ইংবেজেব আঁধি
লক্ষ্য করি', কচকচি কচালি নয়ন
বিষম বিভ্রাট তবে জানিল ইংবেজ ।
“জয় ভারতের জয়”—ঘোর জয়ধ্বনি
ছাইল বিমানমার্গ, হুড়াহুড়ি করি'
পলায় গড়ের মধ্যে ইংবেজের দল ।

পুনশ্চ ইংবেজ সৈন্য বাহিবিল বেগে,
সসজ্জ, সশস্ত্র এবে; বন্দুক, শঙ্গিন,
ঝক ঝক ঝলসিল বাঙ্গালী-নয়ন,
কোষেব ভিতর হয কিরিচ ঝঙ্কন।
বাঙ্গালী-হৃদয়ে ভীতি উপজি' ক্ষণিক ।
সেনাপতি আদেশেতে, অবাত্তির দল

কবিল আওয়াজ কাঁকা ধড় ধড় ধড়,—
 বাঙ্গালী অর্ধেক সৈন্য পড়ে মূর্ছাগত ।
 তথাপি সে রবে ভঙ্গ না দিয়া বাঙ্গালী,
 অর্ধবল, আবস্তিল ঘোব যুদ্ধ এবে ।
 হুড়ঙ্গের মুখে সম্মতে ছিল হুবক্ষিত,
 অনল সংযোগ তাহে হইল এখন,
 চটপট ভীম শব্দে গড়েব ভিতব,
 গড়ের বাহিবে তথা, যথায় ইংবেজ-
 সৈন্যশ্রেণী দাঁড়াইয়া, ক্ষিতি বিদা বিয়া
 গর্জিয়া উঠিল ধূম লঙ্কা-দঙ্ক করি' ;
 ধূমে ধূমে সমাচ্ছন্ন হৈল দশদিক,
 প্রবল লঙ্কায় ধূম প্রবেশি অবাতি-
 নাসাবন্ধে, গলে, হায খক খক থকে
 কাসাইল শত্রুদলে, ফ্যাচ ফ্যাচ ফ্যাচে
 হাঁচাইল ভয়ঙ্কর, কাতবিল সবে ।
 তহুপবি বালি-জলে পড়ে পিচকাবি ।
 কাতব ইংবেজ-কুল ; স্থলিয়া পড়িল
 হস্ত হৈতে ভূমিতলে সমস্ত বন্দুক ।
 কুড়াইয়া সে বন্দুক বাঙ্গালী সৈনিক
 মহাবেগে গঙ্গাজলে নিক্ষেপিল এবে ।

সুশিক্ষিতা অশিক্ষিতা বিবিধ রমণী—
 কাহাব চসমা চক্ষে, গৌন পবা কেহ,
 কার্পেট-শিল্পিনী কেহ বুনিছে সুন্দব,
 মখমলে উর্গা-ফুল,—দাঁড়াইয়া ছাদে
 এ উহাবে দেখাইয়া বীর্য বাখানি'ছে,
 কেহ বা হেবিয়া মুগ্ধ, দেখি'ছে নীববে ;
 মোহন হাসিব ছলে কোন সীমন্তিনী
 পুষ্প ববিষণ কবে বাঙ্গালী উপরে ।
 ধন্য বে বাঙ্গালী-শিক্ষা । ধন্য রে কৌশল !
 ধন্য বণ বাঙ্গালীব । ধন্য বীরপনা ।
 বিচিত্র সাহস তা'ব কেমনে বাখানি ।
 স্তব্ধ দেব দৈত্য দেখি' বাঙ্গালী-বীৰতা ।

অস্ত্রহীন অবিকুল, ব্যাকুল ভাবিষা,
 পুনঃ প্রবেশিল সবে গড়েব অন্তরে,
 কবিল মন্ত্রণা যোব অর্দ্ধদণ্ড কাল ।
 পুনঃ জয় জয় ধ্বনি উঠিল আকাশে,
 “জয় ভাবতের জয়,” কাঁপিল ইংবেজ ।
 মাচাষ অর্জ্জিয়াছিল অলাবুব লতা,
 পতিপ্রাণা মেমকুল ব্যাঙ্গনের তরে
 সেই সব মাচা ঝুঞ্জি তন্ন তন্ন করি

অগণ্য অলাবু এবে কবিল বাহিব ।
 অলাবুব প্রহবণে সাজিয়া আবাব
 গদায়ুদ্ধে অগ্রসব হইল ইংবেজ ।
 ইংবেজ বাঙ্গালী পুনঃ আবস্থিল বণ ।

নির্ভীক বাঙ্গালী বীব বঁটি ধরি কবে
 কচ কচ লাউ কাটি কবে খান খান ।
 অলাবু প্রহাবে কিন্তু বিষম আহবে,
 অস্থিব বাঙ্গালী সৈন্য তিষ্ঠিবাবে নাবে,
 পড়িল সৈনিক বহু ।--দেখি মিত্রক্ষয়,
 সাবি দিয়া দাঁড়াইয়া বঙ্গ-বিলাসিনী
 নযনে অজস্র অশ্রু বর্ষিতে লাগিল
 অরাতি-বদন লক্ষ্য' ; অসংখ্য ইংবেজ
 পপাত সে ভূমিতলে, মমাবচ বহু,
 রণে ভঙ্গ দিল যা'রা ছিল অবশেষ,
 মাগিল জীবন ভিক্ষা বিনয়ে, কাতবে ।

তথাপি উকীল-সৈন্য বঁটি হস্তে কবি',
 বাম করে শামলার ঢাল শোভিতেছে,
 পড়িল অবাতি মাঝে—পলায়নপর
 আপনি যাহারা এবে । জয় জয় রবে
 আচ্ছন্ন কবিল দিক্, হাবিল ইংরেজ ।

শান্তিব প্রস্তাব যবে কবিল অবাতি,
 উকীল সম্মতি দিল ; হইল নিয়ম
 দেশে না যাইবে কেহ ইংবেজ যতেক
 অনুমতি না লইয়া, থাকিবে ভাবতে
 ভৃত্যভাবে, ভাবতেব কবিবেক সেবা ।
 —যে যেমন আছে এবে বহিবে তেমতি ।

স্বাধীন বাঙ্গালা এবে, স্বাধীন ভাবত,
 ভাবতের জয় শব্দ উঠিল চৌদিকে,
 বাঙ্গালী ভাবত-প্রাণ হইল বিখ্যাত
 ভাবত-উদ্ধাব যবে হৈল হেন মতে ।
 ভাবত-উদ্ধাব কথা অমৃত সমান ।
 বিজ্ঞ বামদাস ভণে, শুনে পুণ্যবান ॥

ইতি ঐন্ডাংহোদ্ধার বাবো উদ্ধাবো নাম
 পঞ্চমঃ সর্গঃ ।

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ ।

